খুলনার বটিয়াঘাটা থানা হেফাজতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৭ মার্চ ২০০৮ বিকেলে খুলনা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল সাতক্ষীরা সদর থানার বৈচনা গ্রামের বাসিন্দা আবুল হোসেন ঢালী (২৫)কে খুলনা জিরো পয়েন্টের নিকট থেকে আটক করে খুলনার বটিয়াঘাটা থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। সন্ধ্যা ৭.৩০টার দিকে থানার হাজত সংলগ্ন টয়লেটের ভেন্টিলেটরের একটি রডের সঙ্গে ঝুলে হোসেন আত্মহত্যা করে বলে থানার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, হোসেনকে পুলিশ হেফাজতে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* ঘটনাটির ব্যাপারে সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে *অধিকার*

১. নিহতের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন,
২. খুলনা জিরো পয়েন্ট এলাকার একজন বাসিন্দা,
৩. একজন স্থানীয় সাংবাদিক এবং
৪. সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে কথা বলে।

মোসাম্মৎ সেলিনা খাতুন (২০), হোসেনের স্ত্রী

সেলিনা বলেন, ৭ মার্চ, ২০০৮ সকালে হোসেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান, কিন্তু তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন, তা তাঁকে জানাননি। তিনি বলেন, বিকেল ৩.০০টার দিকে ফোনে তাঁর স্বামী তাঁকে জানান যে, তিনি ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ গল্লামারীতে খুলনা জিরো পয়েন্টের কাছে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন এবং পুলিশ তাঁকে গল্লামারী থেকে বটিয়াঘাটা থানায় নিয়ে যাচ্ছে। সেলিনা বলেন, ৮ মার্চ ২০০৮ রাত ৩.৩০টার দিকে আব্দুল হামিদ (৩৫) নামে হোসেনের এক বন্ধু তাঁকে জানান, হোসেন থানায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে তাঁকে বটিয়ঘাটা থানা থেকে ফোনে জানানো হয়েছে। নিহতের স্ত্রী বলেন, এর পর তাঁদের আত্মীয়-স্বজন বটিয়াঘাটা থানায় গিয়ে তাঁর স্বামীর লাশ ফেরত আনেন।

আব্দুল হামিদ (৩৫), হোসেনের বন্ধু

অধিকার-এর সাথে আলাপকালে আব্দুল হামিদ বলেন, পুলিশের হাতে হোসেনের আটক হওয়ার খবর শুনে তিনি ৭ মার্চ বিকেল ৫.৩০টার দিকে হোসেনের মোবাইল নম্বরে ফোন করলে একজন পুলিশ কর্মকর্তা কলটি গ্রহণ করে হোসেন বাথরুমে আছেন বলে জানান এবং তাঁকে পরে ফোন করতে বলেন। হামিদ বলেন, পরে তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে শোনেন, হোসেনকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, ব্যাপারটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাত ৯.৩০টার দিকে তিনি হোসেনের নম্বরে আবার ফোন করেন। একই পুলিশ কর্মকর্তা কলটি গ্রহণ করে তাঁকে জানান, হোসেনকে তাঁরা আটক করে বটিয়াঘাটা থানায় রেখেছেন। হামিদ বলেন, ওই পুলিশ কর্মকর্তা তাঁর কাছে হোসেনের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নেন। তিনি হোসেনের সাথে ফোনে কথা বলতে চাইলে ওই পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে জানান, তাঁর সাথে কথা বলতে দেওয়া সম্ভব নয়। হামিদ বলেন, এর পর ওই পুলিশ কর্মকর্তা হোসেনের মা ও স্ত্রীকে সাথে নিয়ে তাঁকে পরদিন সকালে বটিয়াঘাটা থানায় দেখা করতে বলেন এবং জানান যে, সকাল ৮.০০টার মধ্যে হোসেনকে তাঁরা ছেড়ে দেবেন। তিনি বলেন, ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে তিনি জানান যে, সকাল ৮.০০টার মধ্যে হোসেনের মা ও

স্ত্রীকে সাথে নিয়ে তিনি থানায় পৌঁছাবেন কিন্তু ৮ মার্চ রাত ৩.০০টার দিকে ওই পুলিশ কর্মকর্তা[১] তাঁকে ফোনে জানান যে, হোসেন বালিশের কভার ছিঁড়ে তা দিয়ে টয়লেটের ভিতরে একটি রডের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি বলেন, কথাটি বলেই ওই কর্মকর্তা ফোন রেখে দেন। হামিদ বলেন, সকাল ৬.০০টার দিকে ওই কর্মকর্তা আবার ফোন করে ময়নাতদন্তের আগে হোসেনের লাশ দেখার জন্য তাঁদেরকে দ্রুত থানায় যাওয়ার জন্য তাগিদ দেন। তিনি বলেন, ঘণ্টাখানেক পর আবার ফোন করে তাঁরা থানায় যাচ্ছেন কি না, ওই কর্মকর্তা তা জানতে চাইলে তিনি তাঁকে জানান যে, তিনি যাচ্ছেন না, তবে হোসেনের পরিবারের সদস্যরা যাচ্ছে। হোসেনের ওই বন্ধু আরো বলেন, হোসেন কীভাবে আত্মহত্যা করেছেন, তা জানতে চাইলে ওই কর্মকর্তা তাঁকে বলেন, একটি কম্বলের পাড় ছিঁড়ে, ওই পাড় দিয়ে একটি রডের সঙ্গে ঝুলে হোসেন আত্মহত্যা করেছেন, যদিও রাতে ফোনে আলাপকালে বালিশের কভার ছিঁড়ে তা দিয়ে টয়লেটের ভিতরে একটি রডের সঙ্গে ঝুলে হোসেন আত্মহত্যা করেছেন বলে তিনি তাঁকে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ওই রাতে হাজতে আর কোন আসামী ছিলো কি না সে প্রশ্ন করলে ওই পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে জানান, রাতে সেখানে আর কোন আসামী ছিলো না। হামিদ বলেন, তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই পুলিশ কর্মকর্তা ফোনটি রেখে দেন।

শফিকুল ইসলাম (২০), হোসেনের চাচাতো ভাই

শফিকুল ইসলাম বলেন, ৮ মার্চ সকাল ১০.০০টার দিকে বটিয়াঘাটা থানায় পৌঁছে তাঁরা থানার গেটের কাছে একটি চাটাইয়ে মোড়ানো অবস্থায় হোসেনের লাশ দেখতে পান। তিনি বলেন, চাটাই খোলার পর হোসেনের মাথাটা একটু নাড়াচাড়া করে দেখার সময় তাঁর নাক ও কান দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে। শফিকুল বলেন, নিহতের গলার ডান ও বাম পাশে খুব সরু একটি কালো দাগ ছিল, কিন্তু গলার সামনে কোন দাগ ছিলো না। তিনি বলেন, দাগটি তাঁর কাছে ফাঁস দেওয়ার দাগ বলে মনে হয়নি। তিনি আরো বলেন, ময়নাতদন্তের পর বিকেল ২.৩০টার দিকে পুলিশ তাঁদের কাছে হোসেনের লাশ হস্তান্তর করে।

মোঃ আবু সালেক (৪০), হোসেনের ভগ্নিপতি

মোঃ আবু সালেক বলেন, পুলিশের হাতে হোসেনের আটক হওয়ার খবর শুনে ৭ মার্চ বিকেল ৪.০০টার দিকে তিনি হোসেনের ফোন নম্বরে ফোন করলে হোসেন পুলিশের হাতে আটক হয়ে বটিয়াঘাটা থানায় আছেন বলে তাঁকে জানান এবং তাঁর জন্য কাপড়-চোপড় নিয়ে সেখানে যেতে বলেন। তিনি বলেন, হোসেনকে তিনি ফোনে জানিয়েছিলেন, তিনি ৮ মার্চ সকালে থানায় যাবেন, কিন্তু ৮ মার্চ রাত ৩.০০টার দিকেই তিনি হামিদের মাধ্যমে থানা হাজতে হোসেনের মৃত্যুর খবর পান।

হোসেনের লাশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সালেক বলেন, হোসেনের মুখের বাম পাশে কালশিটে দাগ ছিল এবং ডান পাশে জমাটবাঁধা রক্তের দাগ ছিল।

জিয়াউল হক নুন্টু (৪০), হোসেনের মামাতো ভাই

জিয়াউল হক নুন্টু বলেন, তাঁর ভগ্নিপতি সালেকের কাছ থেকে হোসেনের আটক হওয়ার খবর শোনার পর ৭ মার্চ বিকেল ৪.৩০টার দিকে তিনি হোসেনের নম্বরে ফোন করলে বটিয়াঘাটা থানার পুলিশ কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টার (এসআই) সাবান আলী কলটি গ্রহণ করেন এবং তাঁকে জানান যে, হোসেন ফেনসিডিলসহ আটক হয়ে তাঁদের হেফাজতে

[১] হামিদ ওই পুলিশ কর্মকর্তার নাম বলতে পারেননি, কিন্তু যে নম্বর থেকে ওই কর্মকর্তা তাঁকে ফোন করেছিলেন, ওই নম্বরটির গ্রাহক সাব-ইন্সপেক্টার সাবান আলী বলে পরবর্তীতে থানা থেকে জানা যায়।

আছেন। তিনি বলেন, এসআই সাবান তাঁকে থানায় যেতে বলেন। নুন্টু বলেন, সাবানের সঙ্গে তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মোবাইল ফোনের ক্রেডিট শেষ হয়ে যায়। তিনি বলেন, ১৫-২০ মিনিট পর অ্যাকাউন্ট রিচার্জ করে তিনি আবার ফোন করলে এসআই সাবান তাঁকে থানায় দেখা করতে বলেন। তিনি আরো বলেন, সাবানকে তিনি জানিয়েছিলেন, পরদিন সকাল ৭.০০টার মধ্যে তিনি থানায় দেখা করবেন। নুন্টু বলেন, তিনি হোসেনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সাবান তাঁকে হোসেনের সঙ্গে কথা বলতে না দিয়ে ফোনটি রেখে দেন। তিনি বলেন, কিছুক্ষণ পর তিনি আবার হোসেনের নম্বরে ফোন করলে এসআই সাবান কলটি ধরেন, কিন্তু হোসেনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সাবান তাঁকে জানান যে, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে না। তিনি আরো বলেন, এর পর তিনি অনেক বার হোসেনের নম্বরে ফোন করেন, কিন্তু কেউ কল গ্রহণ করেনি। নুন্টু বলেন, ৮ মার্চ রাত ৩.০০টার দিকে এসআই সাবান তাঁকে ফোনে জানান যে, হোসেন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

তিনি বলেন, সকাল ১১.০০টার দিকে তাঁরা বটিয়াঘাটা থানায় গিয়ে হোসেনের লাশ দেখেন। হোসেনের লাশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে নুন্টু বলেন, তিনি হোসেনের গলায় ফাঁসের কোন চিহ্ন দেখেননি। তিনি বলেন, তাঁর বাম গালে কালশিটে দাগ ছিল এবং শরীরে একটু নাড়া দিতেই তাঁর নাক ও কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছিলো। তিনি আরো বলেন, হোসেন কীভাবে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তা জানতে চাইলে এসআই সাবান কম্বলের একটি ছেঁড়া পাড়, যা প্রায় আড়াই হাত লম্বা ছিল, তাঁকে দেখিয়ে বলেন, ওই পাড় দিয়ে হাজতের টয়লেটের ভেন্টিলেটারের একটি রডের সঙ্গে ঝুলে হোসেন আত্মহত্যা করেন। তিনি বলেন, হোসেনের পরিবারের সদস্যদের দেখার আগেই পুলিশ কেন তাঁর লাশটি নামিয়ে ফেললো, তা জানতে চাইলে সাবান তাঁকে জানান, যখন তাঁরা ঝুলন্ত অবস্থায় হোসেনকে দেখতে পান, তখন তিনি বেঁচে ছিলেন এবং তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নুন্টু বলেন, ময়নাতদন্তের পর দুপুর ২.০০টার দিকে পুলিশ তাঁদের কাছে লাশ হস্তান্তর করে। তিনি বলেন, তাঁরা লাশ নিয়ে প্রথমে খুলনা প্রেসক্লাবে গিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পুলিশ হেফাজতে হোসেনকে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন এবং সম্মেলন শেষে লাশ নিয়ে তাঁরা সাতক্ষীরায় ফিরে যান।
তিনি বলেন, লাশ নিয়ে বাড়ি পৌঁছানোর আগে সাতক্ষীরা সদর থানার ওসির অনুরোধে তিনি তাঁর সাথে সাতক্ষীরা সদর থানায় দেখা করেন। নুন্টু বলেন, তাঁরা যাতে এ ঘটনায় কোন মামলা না করেন, সে জন্য ওসি তাঁকে অনুরোধ করেন এবং তাঁকে পরদিন আবার থানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেন।

তিনি বলেন, ৯ মার্চ বিকেল ২.০০টার দিকে ভোমরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শামসুর রহমান, হোসেনের ভাই হাসান ও হাসানের ভগ্নিপতি কওছার আলী এবং আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সাতক্ষীরা সদর থানার ওসির সঙ্গে দেখা করেন। নুন্টু বলেন, তাঁদের উপস্থিতিতে ওসি বটিয়াঘাটা থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই কাজী আব্দুস ছালেহর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তিনি বলেন, সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি ফোনে ছালেহকে বলেন যে, যেহেতু ঘটনাটা ঘটেছে খুলনায়, তাই তিনি একা সমস্যাটির মীমাংসার দায়িত্ব নিতে পারবেন না। তিনি আরো বলেন, ছালেহকে ওসি ফোনে আরো বলেন, বটিয়াঘাটা থানার ওসি ও খুলনার পুলিশ সুপার (এসপি)কে নিয়ে তিনি যদি সাতক্ষীরায় আসেন, তাহলে তিনি তাঁদের সাথে থেকে মীমাংসা করে দেবেন। ওসি ছালেহকে বটিয়াঘাটা থানার ওসি ও খুলনার এসপি'র সঙ্গে ওই ব্যাপারে আলাপ করে তাঁদের

মতামত বিকেল ৪.০০টার মধ্যে তাঁকে জানাতে বলেন। নুন্টু বলেন, ছালেহর সঙ্গে কথা শেষ করে ওসি তাঁদেরকে বলেন, তিনি যে কথা বলার জন্য তাঁদের ডেকেছিলেন, তা বিকেল ৪.০০টার দিকে তিনি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে তাঁদের জানিয়ে দেবেন। তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে তিনি চেয়ারম্যানকে ফোন করলে চেয়ারম্যান তাঁকে জানান যে, সাতক্ষীর সদর থানার ওসির মাধ্যমে বটিয়াঘাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার ব্যাপারে হোসেনের পরিবার যদি কোন মামলা না করে, তাহলে তাঁদেরকে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। নুন্টু বলেন, চেয়ারম্যানকে তিনি পুলিশকে এ কথা জানিয়ে দিতে বলেন যে, তাঁরা মীমাংসায় যাবেন না, মামলা করবেন; কেবল ওসির অনুরোধেই তাঁরা থানায় তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, চেয়ারম্যান তাঁকে আরো জানান যে, পুলিশ চেয়ারম্যানকে জানিয়েছে যে, তারা ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন তাদের পক্ষে নিয়ে ফেলেছে, তাই ঘটনার ব্যাপারে মামলা করে তেমন কোন লাভ হবে না।

মোঃ আবুল হাসান (৩০), হোসেনের সৎভাই

মোঃ আবুল হাসান বলেন, তাঁরা আপন চার ভাই ও তাঁদের এক বোন বরগুনার পাথরঘাটায় থাকেন এবং তাঁদের সৎভাই হোসেন ও হোসেনের তিন বোন সাতক্ষীরায় থাকেন। তিনি বলেন, ৮ মার্চ রাত ৩.০০টার দিকে ফোনে বটিয়াঘাটা থানা হেফাজতে হোসেনের মৃত্যুর খবর শুনে সকালে তিনি ও তাঁর আরো দুই ভাই বটিয়াঘাটা থানার উদ্দেশ্যে রওনা হন। হাসান বলেন, থানায় পৌঁছানোর আগে থানার নিকটবর্তী এক দোকানদারসহ স্থানীয় বেশ কয়েকজন লোকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়, যাঁরা তাঁকে জানান, থানার ভিতরে নেওয়ার সময় থানার গেটের কাছে জিজ্ঞাসাবাদকালে পুলিশ সদস্যরা হোসেনকে দেয়ালের সাথে ধাক্কা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তবে যাঁদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়, তিনি তাঁদের কারো নাম বলতে পারেননি। তিনি বলেন, থানায় গিয়ে তাঁরা হোসেনের লাশ দেখতে পান। হাসান বলেন, নিহতের গালের বাম পাশে কালশিটে দাগ ছিল এবং নেড়েচেড়ে তাঁর শরীর দেখার সময় মাথায় সামান্য নাড়া লাগতেই নাক ও কান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। তিনি বলেন, হোসেনের গলায় যে দাগটি ছিল, সেটিকে তাঁর কাছে কোনভাবেই ফাঁস লাগানোর দাগ বলে মনে হয়নি। হোসেন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রমাণ করার জন্য নির্যাতনে তাঁর মৃত্যুর পর পুলিশ কর্তৃক ওই দাগটি তৈরী করা হয়েছিলো বলে দাগটির ধরন দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো। তিনি বলেন, লোহা আগুনে গরম করে কারো গায়ে ছ্যাঁকা দিলে যে ধরনের দাগ হয়, ওই দাগটি সে ধরনের ছিল। নিহতের ভাই বলেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাঁকে থানার হাজত দেখাতে নিয়ে গেলে তিনি হাজতের ভিতরে একটি বিছানা এবং তার পাশে একটি কম্বল দেখতে পান। তিনি বলেন, এর পর পুলিশ তাঁকে হাজতের টয়লেট দেখায়, যেখানে হোসেন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে বলে পুলিশ তাঁদেরকে জানায়। তিনি আরো বলেন, টয়লেটের ভেন্টিলেটারের যে রডের সঙ্গে ঝুলে হোসেন আত্মহত্যা করেন বলে পুলিশ দাবি করেছে, হোসেন ওই টয়লেটটির ভিতরে দাঁড়ালে তাঁর মাথা থেকে ওই রডটির দুরত্ব হবে প্রায় এক হাত। হাসান বলেন, ওই রডের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলতে হলে হোসেনকে পায়ের নিচে কোন কিছু দিয়ে উঁচু হতে হবে, কিন্তু উঁচু হওয়ার জন্য সহায়ক তেমন কিছু সেখানে ছিলো না; তাই ওই অবস্থায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করা হোসেনের পক্ষে সম্ভব নয়।

হাসান বলেন, ৯ মার্চ সাতক্ষীরা সদর থানা পুলিশের মাধ্যমে বটিয়াঘাটা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে মামলা না করার অনুরোধ জানিয়ে মীমাংসার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিলো, কিন্তু তাঁরা ওই প্রস্তাবে রাজী হননি। তিনি বলেন, হোসেনকে হত্যা ও হত্যাকান্ডে সহযোগিতা করার অভিযোগে এবং কবর থেকে হোসেনের লাশ উত্তোলনের

মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের দাবী জানিয়ে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪/১১৪ ধারায় ও ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৬(২) ধারায় তিনি খুলনা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ২০ মার্চ ২০০৮ তারিখে একটি মামলা দায়ের করেছেন। উক্ত মামলায় তিনি যাঁদেরকে অভিযুক্ত করেছেন, তাঁরা হলেনঃ

১. দেলোয়ার আহমদ, ওসি, বটিয়াঘাটা থানা, খুলনা।
২. এসআই কাজী আব্দস ছালেহ, বটিয়াঘাটা থানা, খুলনা।
৩. এসআই সাবান আলী, বটিয়াঘাটা থানা, খুলনা।
৪. এসআই শিকদার আক্কাছ আলী, বটিয়াঘাটা থানা, খুলনা।
৫. এসআই সাঈদ, বটিয়াঘাটা থানা, খুলনা।
৬. আনছার আলী, পিতাঃ আবেদ আলী গাজী, গল্লামারী, বটিয়াঘাটা, খুলনা এবং
৭. মোসলেম গাজী, পিতাঃ আঃ গফফার গাজী, গ্রামঃ হাঢ়দ্দাহ, সাতক্ষীর সদর, সাতক্ষীরা।

আতিয়ার পারভেজ, স্থানীয় সংবাদদাতা, দৈনিক আমার দেশ

আতিয়ার পারভজ বলেন, যখন হোসেনের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করা হচ্ছিলো, তখন তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলে তার শরীরে কিছু সাধারণ আলামত পাওয়া যায়, যেমন নিহত ব্যক্তির জিহ্বা বেরিয়ে থাকে, ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়, আত্মহত্যাকারী মলত্যাগ করে ফেলে ইত্যাদি। আতিয়ার বলেন, হোসেনের শরীরে তিনি এ আলামতগুলোর কোনটাই দেখেননি।

এসআই কাজী আব্দুস ছালেহ, সেকেন্ড অফিসার, বটিয়াঘাটা থানা

এসআই কাজী আব্দুস ছালেহ বলেন, ৭ মার্চ ২০০৮ বিকেলে স্থানীয় লোকজন হোসেনকে খুলনার গল্লামারীতে জিরো পয়েন্টের নিকট থেকে ফেনসিডিলসহ আটক করে খুলনা জেলা ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। তিনি বলেন, আটকস্থলটি বটিয়াঘাটা থানার আওতাভুক্ত হওয়ায় ডিবি পুলিশ পরে তাঁকে বটিয়াঘাটা থানায় হস্তান্তর করে। তিনি আরো বলেন, যাঁরা হোসেনকে ডিবি পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন, তাঁদের মধ্যে আনছার আলী নামে বটিয়াঘাটার মোহাম্মদ নগরের এক ব্যক্তি ওই দিনই ভারতীয় ফেনসিডিল চোরাচালানের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে হেফাজতে রাখার অপরাধে বটিয়াঘাটা থানায় হোসেনের নামে একটি মামলা দায়ের করেন। ছালেহ বলেন, এসআই গাওহারুল ইসলামের নেতৃত্বে খুলনা জেলা ডিবির একটি দল ৭ মার্চ ২০০৮ বিকেল ৫.১৫টায় হোসেনকে তাঁদের কাছে হস্তান্তর করে। বটিয়াঘাটা থানার যে দলটি হোসেনকে ডিবি পুলিশের কাছ থেকে গ্রহণ করে, ওই দলের নেতৃত্বে কে ছিলেন, তা জানতে চাইলে তিনি তা জানাতে অস্বীকার করেন।

পুলিশ কর্মকর্তা ছালেহ বলেন, সন্ধ্যায় বাইরে থেকে ফিরে সন্ধ্যা ৭.৩০টার দিকে তিনি হোসেনকে দেখতে চাইলে থানার এক কন্সটেবল হাজতে গিয়ে দেখতে পান, হোসেন হাজতের টয়লেটের ভেন্টিলেটারের একটি রডের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে আছেন। তিনি বলেন, সেখান থেকে নামিয়ে তাঁরা তাঁকে বটিয়াঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। থানা হাজতে হোসেনের উপর কোন ধরনের নির্যাতন চালানো হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।

এসআই ছালেহ বলেন, হোসেনের মৃত্যুর ঘটনায় তিনি নিজে বাদী হয়ে ৭ মার্চ ২০০৮-এ একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেন। অপমৃত্যু মামলাটির নম্বর ৪। তিনি বলেন, অপমৃত্যু মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা তিনি নিজেই।

আনছার আলী, মোহাম্মদ নগর, বটিয়াঘাটা

তথ্যানুসন্ধানকালে আনছার আলীকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে টেলিফোনে আনছার আলীর সঙ্গে কথা হয় *অধিকার*-এর। তিনি *অধিকার*কে বলেন, হোসেনের সঙ্গে তাঁর কোন পূর্বপরিচয় ছিলো না কিংবা ৭ মার্চে হোসেনের আটকের সাথেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তিনি বলেন, হোসেনকে আটকের পর ঘটনাস্থলে প্রচুর লোক জড়ো হয়, যাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। তিনি বলেন, হোসেনকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় ডিবি পুলিশ তাঁকেও গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় এবং হোসেনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য রাখার অপরাধে দায়েরকৃত মামলায় বাদী হতে বাধ্য করে।

এসআই গাওহারুল ইসলাম, ডিবি পুলিশ, খুলনা

এসআই গাওহারুল ইসলাম বলেন, ৭ মার্চ ২০০৮ বিকেলে গল্লামারীর জিরো পয়েন্ট থেকে স্থানীয় লোকজন ফোনে ডিবি অফিসে জানায়, তারা আবুল হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে ফেনসিডিলসহ আটক করে রেখেছেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে ডিবি পুলিশের ৫-৬ জনের একটি দল নিয়ে তিনি জিরো পয়েন্টে যান এবং ঘটনার সত্যতা পাওয়ার পর বিকেল ৪.০০টার দিকে ফেনসিডিলসহ আবুল হোসেনকে আটক করেন। ডিবি পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, আটকের পর এসআই ছালেহর নেতৃত্বে বটিয়াঘাটা থানার পুলিশের একটি দলের কাছে তাঁরা হোসেনকে হস্তান্তর করেন। তিনি বলেন, আটকের সময় ও বটিয়াঘাটা থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তরের সময় হোসেন সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ গোলাম রউফ খান, হোসেনের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রধান

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ গোলাম রউফ খান *অধিকার*কে বলেন, ফাঁসিতে ঝুলে, না কি পুলিশের নির্যাতনে হোসেনের মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের মাধ্যমেই প্রমাণিত হবে, তবে থানা হাজতে হোসেনের অবস্থানকালে পুলিশের দায়িত্ব পালনে অবহেলার বিষয়টি তিনি তাঁর তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

ডঃ আহসান হাবিব, হোসেনের লাশের ময়নাতদন্তকারী বোর্ডের সদস্য

ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে চাইলে ডঃ আহসান হাবিব সে ব্যাপারে কোন কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনকে প্রভাবিত করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কোন চেষ্টা হয়েছিলো কি না, তা জানতে চাইলে তাঁরা কারো দ্বারা প্রভাবিত হননি বলে দাবি করেন।

-সমাপ্ত-